গোল দিতে গন্ডগোল

সিসিমপুরে আজ ফুটবল খেলা।
খেলা হবে সিসিমপুর মাঠে।
চারদিকে সাজ সাজ রব।
খেলবে টুকটুকির দল আর শিকুর দল।

দুই দল মাঠে।
টুকটুকির দলে আছে টুকটুকি, হালুম, সুমন।
শিকুর দলে আছে শিকু, ইকরি, বিজলি।

খেলার রেফারি কে, জানো? আজকের রেফারি, বৃষ্টি। বৃষ্টির হাতে বাঁশি।
বাঁশিতে ফুঁ দিতেই শুরু হয়ে গেল খেলা।

বল টুকটুকির দলের দখলে। বল পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে হালুম।
গোল হবে গোল। হালুম গোলপোস্টের কাছাকাছি। কিন্তু একি!
হালুমের পা থেকে বল ছিনিয়ে নিল বিজলি।

বল পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিজলি। এগিয়ে যাচ্ছে শিকু, ইকরি। বিজলি বল নিয়ে একেবারে গোলপোস্টের কাছে। জোরে একটা কিক দিল। বল চলে গেল গোলপোস্টের ভেতর।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, গোওওওল।
এক গোলে এগিয়ে গেল শিকুর দল।

টুকটুকির দল গোল হয়ে পরামর্শ করছে। দলনেতা টুকটুকি সবাইকে পরামর্শ দিচ্ছে।

খেলা আবার শুরু হল। টুকটুকি বল এগিয়ে দিল সুমনের দিকে। সুমনের পায়ে বল। এগিয়ে যাচ্ছে সুমন। কেউ আটকাতে পারছে না। বলে কিক দিল সুমন। গোওওওল। চারিদিকে হৈ-চৈ।

খেলা এক-এক গোলে ড্র। দুই দল তাদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁশিতে ফুঁ দিল রেফারি, পুঁউউউউউউ!

বল আবার টুকটুকির দলের পায়ে। এবার টুকটুকি নিজে বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার মনে হয় গোল হবে। এগিয়ে যাচ্ছে টুকটুকি। জোরসে মারল বলটা। আর অমনি ধাম করে বলটা লাগল গোলপোস্টের বাম পাশের খুঁটিতে। ওমা, পোস্টটা গেল ভেঙে! রেফারি হুইসেল বাজাল, পুঁউউউউউউ!

খেলা বন্ধ। বৃষ্টি বলল, খেলতে হলে তো গোলপোস্ট ঠিক করতে হবে।
কী করা যায়? কী করা যায়?

হালুম সাঁই করে গিয়ে নিয়ে এলো বাঁশের টুকরো। বসিয়ে দিল পোস্টে।
কিন্তু একি! বাঁশের টুকরোটা তো ছোট।

টুকটুকি নিয়ে এলো আরেকটা বাঁশ। বসিয়ে দিল পোস্টে।
উঁহু, এটাও হলো না। এই বাঁশটা অনেক বড়।

বৃষ্টি বলল, দুটো খুঁটি হতে হবে সমান সমান।
টুকটুকি বলল, ঠিক বলেছ। সেজন্য আগে ডান দিকের
খুঁটিটা মেপে নিতে হবে।

ইকরি বলল, কিন্তু পোস্ট মাপা যায় কীভাবে?
সুমনা বলল, অনেকভাবেই মাপা যায়। ফিতা দিয়ে, দড়ি দিয়ে,
হাত দিয়ে, কাঠি দিয়ে। আরো অনেকভাবে।

এমন সময় শিকু বলল, হুররে, পেয়ে গেছি মাপার যন্ত্র। পেয়ে গেছি একটা শুকনো ডাল। আমরা প্রথমে ডানদিকের খুঁটি মাপব। সে অনুযায়ী বাঁশটা কেটে নিলেই পেয়ে যাব সমান মাপ।

যেই বলা সেই কাজ। শিকু মাপল ডান গোলপোস্টটা। এক কাঠি, দুই কাঠি, তিন কাঠি লম্বা, চার কাঠি, পাঁচ কাঠি লম্বা।
শিকু বলল, পেয়ে গেছি মাপ। গোলপোস্টটা হলো পাঁচ কাঠি লম্বা।

এবার শিকু মাপল টুকটুকির আনা বাঁশটা। এক কাঠি, দুই কাঠি, তিন কাঠি, চার কাঠি, পাঁচ কাঠি, ছয় কাঠি, সাত কাঠি। এই বাঁশটা গোলপোস্টের চেয়ে লম্বা ।

এবার আর কি। বড় বাঁশটা
কেটে নিলেই তো হয়।
শিকু বলল, বাঁশটা কাটতে হবে
ছয় কাঠি লম্বা।
হালুম বলল, কেন কেন?
ডানপাশের খুঁটি তো পাঁচ কাঠি সমান।

শিকু বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা মাটিতে পুঁতব এক কাঠি আর ওপরে রাখব পাঁচ কাঠি।
সুমনা হেসে বলল, ঠিক বলেছ শিকু।

গোলপোস্ট ঠিক করা হলো। দুই খুঁটি এবার সমান-সমান। আবারও শুরু হলো খেলা। জোরে বল মারল হালুম। চিৎকার করল, গোওওল।

কিন্তু না, বলটা গিয়ে লাগল এবার ডানদিকের খুঁটিতে। না, ভাঙেনি।
খেলা আবার চলতে থাকল। কোন দল যে আজকে জিতবে।

শিশুদের কাছে গল্পকে প্রাণবন্ত করার কিছু উপায়

• গল্পের বইটি আপনি আগেই ভালোভাবে পড়ে নিন। পড়ার সময় গল্পের মূলভাব জেনে নিন।
• গল্প বলার সময় সময় এমন জায়গায় বসুন/অবস্থান নিন যেন সকল শিশুকে দেখতে পান।
• প্রথমেই শিশুদের কিছু কৌতূহলী প্রশ্ন করে গল্প শুনতে আগ্রহী করে তুলুন। প্রয়োজনে ১/২ জন শিশুকে তাদের জানা কোনো গল্প শোনাতে বলুন।
• বইটি এমনভাবে ধরুন যাতে সব শিশু দেখতে পায়। শিশুকে প্রথমে প্রচ্ছদের ছবিটি দেখান। গল্প যিনি লিখেছেন এবং যিনি ছবি এঁকেছেন তাঁদের নাম বলুন।
• প্রচ্ছদের ছবি দেখিয়ে শিশুকে ভাবতে বলুন, গল্পের বিষয় কী হতে পারে- সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করুন। যেমন: 'ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?' 'কে কী করছে?' 'গল্পটির নাম কী হতে পারে?'
• গল্প পড়ে শোনানোর সময় প্রতি পৃষ্ঠার ছবি দেখান এবং ওই পৃষ্ঠায় লেখা গল্পের বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে প্রশ্ন করুন। তারপরে লেখা বাক্যগুলো পড়ে শোনান।
• প্রতি পৃষ্ঠা পড়া হলে মুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন 'এরপর কী হতে পারে?' 'এখানে তুমি হলে কী করতে?' 'এখানে কে কী করছে?' 'তোমার কেমন লেগেছে?' ইত্যাদি।
• গল্প শোনানোর সময় শারীরিক ভাষা ব্যবহার করুন। বিভিন্ন চরিত্রের সাথে মিলিয়ে আপনার মুখের ভাব ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করুন।
• গল্পের মধ্যে বিশেষ কোনো শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি থাকলে পড়ার বা বলার সময় তার অর্থ বলে দিন। প্রয়োজনে শব্দগুলো দিয়ে নতুন বাক্যও বলুন যেন গল্পের বিষয় অনুধাবন করা সহজ হয়।
• গল্পের ভেতরে ছড়া থাকলে ছড়াটি আপনার সাথে সাথে শিশুকেও বলতে বলুন, যাতে শিশু আনন্দ পায়।
• গল্পটি পড়া শেষ হলে বিভিন্ন ছবি, শব্দ ও গল্পের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করুন। শিশুদের ধারাবাহিকভাবে গল্প বলতে সহায়তা করুন।
• শিশুদের এমনভাবে দল গঠন করুন যেন প্রত্যেক দলে গল্পের চরিত্রের সাথে মিল করে সদস্য সংখ্যা থাকে। প্রত্যেক দলে গল্পের সাথে মিলিয়ে শিশুদের চরিত্র নির্বাচন করে দিন। কোন দল সবচেয়ে ভালো অভিনয় করতে পারে সেই মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করুন।
• প্রত্যেক দলকে অভিনয় করার জন্য সহায়তা প্রদান করুন।